Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-IV, July 2026, Page No. 60-65
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.04W.117

প্রসঙ্গ বিশেষ অতিবর্তী সামান্যসত্তা: প্লেটোর দৃষ্টিতে একটি সমীক্ষা

চঞ্চল মুখার্জী, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.06.2026; Accepted: 20.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In metaphysical discourse, explanations regarding the nature of the world have evolved steadily since ancient times. Such inquiries can be traced back to the very beginnings of Greek philosophy; indeed, the fundamental theme - the origin of the wondrous world and the primary cause of its creation - has been a subject of expanding philosophical debate. Within metaphysics, the discussion concerning 'Being' holds particular significance. The first major discourse on Being appears in the philosophy of the eleatic thinker Parmenides, who was the first to distinguish between appearance and truth. He posited that Being alone is real, whereas 'Not-Being' is false or an illusion. Parmenides disciple, Zeno, was influenced by his master's views and similarly acknowledged Being as the ultimate truth. Conversely, the philosophy of Heraclitus offers a different perspective, accepting both Being and Not-Being as real. It is evident, therefore, that the discourse on Being was a dynamic and evolving tradition in Greek philosophy. However, the discussion underwent significant transformation and expansion through the work of Plato. His metaphysical thought elevated the discourse on Being to a unique level. Plato was the first western philosophy to address the 'Problem of Universal'. He held that the sensory world is merely a replica of the universal. In his work 'The Republic', he offered a novel interpretation of the nature of universal, employing various analogies and arguments. This essay explores the nature of universals from Plato's perspective, the relationship between universals and particulars, and the question of whether it is possible to acknowledge a realm of universals that transcends particulars.

Keywords: Metaphysics, Being, Universal, Particular, The idea of Good

দর্শন চর্চা আমাদের কাছে এক কৌতূহল বা সবসময় আমাদের কাছে নতুন কিছু জানতে চাওয়ার ইচ্ছা। তাই দর্শনের গতি হল পরিবর্তনশীলতা। দর্শন প্রতিনিয়ত আমাদের মনে যে আশা, আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ঘটে চলেছে সেগুলির বহিঃপ্রকাশ। দর্শন যেন প্রতিমুহূর্তে আমাদের মনে জিজ্ঞাসা তৈরি করে চলেছে। যেমন- সমগ্র জগতের উৎপত্তির মূল কারণ কী? বা বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তিতে সর্বশক্তিমান বলে কী কোন কিছু আদৌ আছে? বা আমাদের জীবন ও জগতের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কী? ইত্যাদি প্রশ্ন আমাদেরকে অনেক সময় অবাক করে তোলে। আবার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় আমরা পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায় প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন বিষয় আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। এছাড়াও জগত ও জীবন সম্পর্কীয় বিভিন্ন জটিলতা এবং বিশাল জীববৈচিত্র্যর গতিশীলতা সবকিছুই দর্শনের অঙ্গ। দর্শন হল আমাদের জগতের একমাত্র কষ্টিপাথর যাকে

একবার যদি সঠিকভাবে উপলব্ধ করা যায় তাহলে জীবন ও জগতের সমস্ত মানদণ্ড সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। সুপ্রাচীন গ্রীকদর্শন থেকে আজও পর্যন্ত জগত ও জীবন সম্পর্কে চিন্তাধারা ক্রমশগতিতে চলে আসছে এবং ভবিষ্যতে তা আলোচনা করার দাবী রাখে। জগতের স্বরূপ বা আকার প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো মনে করেন যে, আমাদের দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত হল আদর্শ জগতের প্রতিলিপি। তাঁর মতে আদর্শ জগতের বিপরীত হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত। তাই তাঁর দর্শনে দুইটি জগতের ব্যাখ্যা লক্ষ্যণীয়। একটি হল আদর্শ জগত বা সামান্যের জগত এবং অপরটি হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত বা বিশেষের জগত।

প্লেটোর মতে ধারণা বা আকার: প্লেটোর মতে সামান্য বা ধারণা হল একমাত্র সত্য। অপরদিকে বিশেষের জগত হল বিশ্বাস বা মতামত "Knowledge of the real and Belief in appearances."[1] এপ্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যে, সত্য এবং বিশ্বাসের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাঁর মতে জ্ঞান হল সত্য যা কখনও ভ্রান্ত হতে পারে না। আর যা ভ্রান্ত তা কখনও জ্ঞান হতে পারে না। অপরদিকে বিশ্বাস মিথ্যা হতে পারে, আবার সত্য হতে পারে। কিন্তু জ্ঞান হল অপরিবর্তনশীল, চিরন্তন

> "Knowledge is infallible (there is no false knowledge); Belief may be true or false. Knowledge, by definition, is of unique, unchanging objects."[2]

তিনি তাঁর দর্শনে 'আকার' (Form) কে চরম সত্য হিসেবে স্বীকার করেন, যা অপরিবর্তনশীল ও নিত্য। আকার জাগতিক বস্তুতে সীমিতভাবে থাকে না। আবার আকার কখনো জাগতিক বস্তুর ক্রম দ্বারা সহাবস্থান করে না। তাঁর মতে আকার অবস্থান করে কেবলমাত্র আদর্শ জগতে। আর আদর্শ জগতে অংশগ্রহণ করে জাগতিক বস্তুসমূহ। তিনি মনে করেন আমরা যে জাগতিক বস্তুসমূহ লক্ষ্য করি সেগুলি হল আকারের অবভাস। অবভাসের জগত সম্পর্কে আমরা সুন্দর বা কুৎসিত, যথার্থ বা অযথার্থ, সঠিক বা ভুল, সত্য বা মিথ্যা ইত্যাদি মনে করে থাকি। তাই প্লেটো মনে করেন অবভাসের জগতের সমস্ত কিছু হল আপেক্ষিক। কিন্তু আকার হল অপরিবর্তনশীল, যা কখনও স্থান-কাল বা কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। এমনকি জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি ও ধ্বংসতে আকারের কোন উৎপত্তি ও ধ্বংস হয় না। তাঁর মতে আকার হল চিরন্তন ও নিত্য।

প্লেটোর মতে আকার হল নিজ গুণে সুন্দর, যা অবভাসের বিপরীত। আকার কখনো কুৎসিত হতে পারে না

> "A Form, such as Beauty itself, excludes its opposite, Ugliness: it can never be or become ugly."[3]

কিন্তু জাগতিক সুন্দর বস্তু, অন্য কোন সুন্দর বস্তু থেকে কুৎসিত হতে পারে। আবার ওই কুৎসিত বস্তুটি অন্য বস্তুর থেকে সুন্দর হতে পারে। এপ্রসঙ্গে তিনি মনে করেন আমাদের জাগতিক বস্তুর স্বরুপ হল অপূর্ণ প্রকৃতির। জাগতিক কোন বস্তু পূর্ণ নয়। সেগুলি হল আকারের প্রতিলিপিমাত্র। তাই তিনি মনে করেন যে বস্তু আমার কাছে সুন্দর বলে মনে হয় তা অন্য জনের কাছে কুৎসিত মনে হতে পারে। সুতরাং প্লেটো মনে করেন জাগতিক বস্তু কখনো জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না

[1] MacDonald, *The Republic of Plato,* 175.

[2] MacDonald, *The Republic of Plato,* 176.

[3] MacDonald, *The Republic of Plato,* 176.

> "But any particular beauty thing may be also ugly; it may seem beautiful to me, ugly to you; and it must begin and cease to exist in time. Such things cannot be objects of knowledge."[4]

কারণ তাঁর কাছে জ্ঞান হল চিরন্তন, যা সকলের কাছে একইভাবে প্রকাশিত হওয়ার দাবি রাখে। তাঁর মতে জাগতিক বস্তু হল বিশ্বাসের বিষয়। বিশ্বাসের বস্তু মাত্রই সবসময় পরিবর্তনশীল। তাই সেগুলিকে জ্ঞান বলা যায় না। বিশ্বাসের বিষয় অনেকটা মতামতের মতো। যা সৎ নয় আবার অসৎও নয়। মতামতগুলি আমাদের কাছে সাধারণত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্বাস বা 'Doxa' বলতে বোঝায়, যার অস্তিত্ব আছে, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবভাস বা ঘটনা। বিশ্বাস সত্য হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। বিশ্বাস সঠিক সিদ্ধান্ত বা ন্যায় বলে মনে হতে পারে। আবার কোন চিত্রশিল্পী বা কোন রাজনীতিবিদের সত্য বলে দাবী করা এক অস্থির চিন্তা হতে পারে। তাই বিশ্বাস মূলত নির্ভর করে স্থান ও কালের উপর।

প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব বা আকারতত্ত্বের মূলত দুইটি দিক অংশত যৌক্তিক এবং অংশত আধিবিদ্যক "This theory is partly logical, partly metaphysical."[5] যৌক্তিক দিক থেকে ধারণা বা আকার হল কোন বস্তুর সাধারণ ধর্ম। যা বিশেষ বিশেষ বস্তু সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। যেমন- গরু হল একটি প্রাণী। এখানে বিশেষ বিশেষ গরুর সমন্বয়ে গঠিত যে সাধারণ ধর্ম তা হল 'গোত্ব'। এখানে 'গোত্ব' হল একটি ধারণা বা আকার, যা সকল বিশেষ গরুর মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে। কিন্তু বিশেষ গরুগুলি তাঁদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে একে অপর থেকে পৃথক হয়ে থাকে। বিশেষ গরুগুলির ধ্বংস বা উৎপত্তি আছে। কিন্তু বিশেষ গরুগুলির ধ্বংস বা উৎপত্তিতে সামান্য জগতের 'গোত্ব' এর উৎপত্তি বা ধ্বংস নির্ভর করে না। অন্যদিকে আধিবিদ্যক দিক থেকে গরু হল কোন আদর্শ গরু। আদর্শ গরু কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অবস্থান করে না। আদর্শ গরু অবস্থান করে কেবলমাত্র আদর্শ জগতে, যা ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং অনন্য। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের গরুগুলি সাধারণভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে আদর্শ জগতে। প্লেটোর মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গরুগুলি হল আদর্শ জগতের প্রতিলিপি বা আদর্শ জগতের ছায়ামাত্র। তাঁর মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কোন কিছু আদর্শ জগতের মত পূর্ণ হতে পারে না। সেগুলি আদর্শ জগতের অবভাসমাত্র। এপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'Republic' গ্রন্থে আকার বা ধারণাতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'আদর্শ শয্যা' (Ideal Bed) রূপকের ব্যবহার করেন। তিনি 'আদর্শ শয্যা' রূপকের মাধ্যমে বলেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে আমরা যে শয্যাগুলি দেখি সেগুলি হল আদর্শ শয্যার প্রতিলিপি। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যে শয্যাগুলি রয়েছে সেগুলি সত্য নয় (Unreal), সেগুলি আদর্শ শয্যার প্রতিলিপি

> "The object itself is only a particular bed, which, as a part of the material world, is not a real things."[6]

তাঁর মতে আদর্শ শয্যা হল একমাত্র সত্য, যা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এবং আদর্শ শয্যা হল প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু তাঁর মতে একজন শিল্পী যে শয্যাগুলি তৈরি করেছেন, তা কেবল মতামত (Opinion)। তাই মতামত বা বিশ্বাস কখনও জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। এপ্রসঙ্গে তিনি মনে করেন কেবল দার্শনিক অভিভাবক যিনি প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞার অধিকারী, তিনি কেবলমাত্র আদর্শ শয্যায় আগ্রহী হয়ে থাকেন। একজন দার্শনিক

---

[4] MacDonald, *The Republic of Plato,* 176.

[5] B. Russell, *History of western philosophy,* (London: Routledge, 2016), 123.

[6] MacDonald, *The Republic of Plato,* 315.

অভিভাবক কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের শয্যাতে আগ্রহী হতে পারে না। এপ্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যে, কেবলমাত্র শিক্ষণের মধ্যে দিয়ে প্রজ্ঞা আগ্রহী মানুষ আদর্শ শয্যার জ্ঞান লাভ করে থাকে।

এছাড়াও তিনি তাঁর 'Republic' গ্রন্থে সামান্যসত্তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'বিভক্ত রেখা' (Divided Line) এবং 'গুহার' (Cave) রূপকের ব্যবহার করেন। তিনি 'বিভক্ত রেখা' রূপকের দ্বারা স্পষ্টতা এবং নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে জ্ঞানের মূলত দুইটি স্তরের ব্যাখ্যা করেন। একটি বিশ্বাসের স্তর এবং অপরটি হল জ্ঞানের স্তর। অপরদিকে গুহার রূপকের দ্বারা গুহার অন্ধকার অংশকে বিশ্বাসের স্তর এবং আলোর অংশকে জ্ঞানের স্তর হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। উক্ত 'বিভক্ত রেখা' (Divied Line) রূপকের মাধ্যমে জ্ঞানের স্পষ্টতা ও নিশ্চয়তার (Clearness and Accuracy) উপর ভিত্তি করে মূলত দুইটি জগতের ব্যাখ্যা করেন। একটি হল বিশ্বাসের স্তর এবং অপরটি হল জ্ঞানের স্তর। যদিও জ্ঞানের স্পষ্টতা ও নিশ্চয়তার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বাস ও জ্ঞানের আবারও দুইটি উপ-বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। 'A' হল জ্ঞানের সর্বনিম্ন স্তর। জ্ঞানের সর্বনিম্ন স্তর প্রতিচ্ছবির অসংলগ্ন প্রকাশ এবং যা সাধারণত আমাদের মনের কল্পনা বা জল্পনা। সর্বনিম্ন স্তর হল অবভাসের জগতের প্রতিচ্ছবি। জ্ঞানের অপর স্তর হল 'B'। 'B' স্তর হল বিশ্বাস বা মতামতের স্তর। বিশ্বাস বা মতামতের স্তরে আমরা জাগতিক বস্তু সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করে থাকি। কিন্তু বিশ্বাস সত্য হতে পারে আবার মিথ্যা হতে পারে। অন্যদিকে 'C' স্তরটি হল প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের নিম্নস্তর। 'C' স্তরটিতে মানুষ বিশ্বাসের স্তরকে অতিক্রম করে বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানে উপনীত হয়ে থাকে। 'C' স্তরের জ্ঞান মূলত গাণিতিক। এখানে দৃশ্যমান রেখাচিত্র এবং নকশা দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে যে, জাগতিক বস্তুসমূহ হল ভ্রম যা পূর্ণ সত্য নয়। পূর্ণ সত্যকে জানবার জন্য এখানে পূর্বস্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে বুদ্ধি দ্বারা কোন কিছুকে প্রমাণ করা হয়ে থাকে। সেই পূর্বস্বীকৃতি সত্য হতে পারে আবার তার দ্বারা সেই বস্তুকে সঠিকভাবে প্রমাণ করা না যেতেও পারে। তবে এপ্রসঙ্গে বলা যায় 'C' স্তর হল চিন্তনের স্তর। এখানে চিন্তন হল বুদ্ধির দ্বারা যথার্থ জ্ঞানকে জানা বা কোন কিছুকে সঠিকভাবে নিঃসৃত করতে সাহায্য করা। সর্বশেষ জ্ঞানের স্তর হল 'D'। 'D' স্তর কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত নয় আবার কোন কিছু সম্পর্কে পূর্বস্বীকৃতি নিয়ে অন্য কোন বস্তুকে জানবার চেষ্টাও নয়, বরং জগতের সমস্ত পূর্বস্বীকৃতিকে বা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ যে নীতি রয়েছে যার উপর ভিত্তি করে সমগ্র বিশ্ব জগত পরিচালিত হয়ে থাকে তাকে জানবার এক গভীর ইচ্ছা। 'D' স্তরে গাণিতিক সমগ্র পূর্বস্বীকৃতির যে মূল কারণ বা জগতের সমগ্র আকারের যে মূল আকার রয়েছে তাকে জানা। 'D' স্তর হল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার স্তর বা বুদ্ধিলব্ধ স্বজ্ঞা, যার মাধ্যমে জগতের সমগ্র কিছুকে জানা সম্ভব হয়ে ওঠে। আর তাই হল মঙ্গলের ধারণা। এছাড়া তাঁর গুহার রূপকের মাধ্যমে আমরা সামান্য ও বিশেষের সম্পর্কের স্পষ্টত ইঙ্গিত পাই। এপ্রসঙ্গে তিনি 'রিপাবলিক' গ্রন্থের 'XXV' অধ্যায়ে গুহার রূপকের "The Allegory of the cave"[7] মাধ্যমে বিশেষ বা বিশ্বাসের স্তর এবং সামান্য বা আদর্শ স্তরের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁর গুহার রূপকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল কেমন করে গুহার অন্ধকারে কয়েদি বন্দি মানুষ আদর্শ জগতের জ্ঞান লাভ করে এবং আদর্শ জগতে জ্ঞান লাভ করার পর তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ জগতের মূল উৎস বা চালিকা শক্তিকে জানতে পারে। এক্ষেত্রে গুহা হল এক অন্ধকার জগতের প্রতীক এবং গুহার বন্দি মানুষজন হল বিশ্বাসের স্তরে ভেসে থাকা মানুষজন যারা চিরকাল বিশ্বাসকে চরম সত্য হিসেবে মনে করে এসেছে। অপরদিকে গুহার উপরের স্তর হল আদর্শ স্তর এবং আদর্শ জগতের ছায়া পড়ে গুহার অন্ধকার দেওয়ালে। এখানে সূর্যকে অন্ধকার গুহা এবং আলোকিত জগত উভয়ের মূল উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে, যার দ্বারা সমগ্র জগত পরিচালিত হয়ে থাকে। এপ্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, কল্পনা করা যাক আমাদের ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে

[7] MacDonald, *The Republic of Plato,* 222.

একটি গুহা আছে যার মুখ আলোর দিকে উন্মুক্ত হয়ে আছে। গুহার মধ্যে যেসকল মানুষ বাস করে তাদের হাত-পা এবং মাথা এমনভাবে বাঁধা যে তাঁরা গুহার পেছনের দেয়াল শুধু দেখতে পায়। বাঁধার কারণে গুহার যে মুখটি আলোর দিকে আছে তা তাঁরা দেখতে পায় না। এপ্রসঙ্গে তিনি আরও কল্পনা করেন যে, গুহার প্রবেশ পথের কিছুটা দূরে আগুন জ্বলছে এবং আগুনের কিছু দূরে সামনে একটি পর্দা বা অর্ধেক উচ্চ করা দেওয়াল আছে। গুহার সামনের পথ ধরে বাইরের জগতের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে যায় এবং সেগুলির ছায়া গিয়ে পড়ে পেছনের দেয়ালে যেদিকে গুহার বন্দিরা মুখ বাধা অবস্থায় রয়েছে। গুহার বন্দিদের জীবনের শুরু থেকে তারা অন্ধকারে অভ্যস্ত। ফলে তাঁদের সামনে বাইরের জগতের যে ছায়া পড়ে সেগুলি তাঁরা চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করে। এরপর যদি কোন এক বন্দিকে বন্ধন মুক্ত করে গুহার বাইরে নিয়ে আসা হয় তাহলে সে প্রথম অবস্থায় সূর্যের আলোর দিকে সঠিকভাবে দেখতে পারে না। ধীরে ধীরে তাঁর চোখ সূর্যের আলোতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং ছায়া ছেড়ে আসল বস্তুগুলিকে দেখতে পায়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সে বিশ্বাস করতে পারে না এখন যে বস্তুগুলি দেখেছে তা সত্য কিনা। কিছুদিনের মধ্যে সে বুঝতে পারে কোনটা আসলের জগত আর কোনটা ছায়ার জগত। ধীরে ধীরে সে আলোকিত জগতকে সত্য বলে মনে করে এবং তাঁরপর তারা জানতে পারে যে, আলোকিত জগতের মূল উৎস হল মঙ্গলের ধারণা (The idea of good)। ঠিক যেমন আমাদের সামান্য এবং বিশেষের জ্ঞান হয়ে থাকে। যেহেতু বিশেষ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সেহেতু প্রথমে বিশেষকে যথার্থ মনে হয়। যদিও ধীরে ধীরে মানুষ উপলব্ধি করে যে, বিশেষের জ্ঞান যথার্থ নয়, বিশেষ সামান্যের প্রতিলিপিমাত্র। কেবল বুদ্ধি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে উক্ত সামান্যের জ্ঞান উপলব্ধ হয়।

প্লেটোর মতে মঙ্গলের ধারণাঃ প্লেটোর মতে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হল পরম জ্ঞান বা মঙ্গলের জ্ঞান "Plato first defines the ultimate goal, the knowledge of the good."[8] তিনি মনে করেন যে, মানুষ প্রথমে বিশ্বাসের জগতকে সত্য বলে মনে করে। তারপর পর্যাপ্ত শিক্ষণের মাধ্যমে আদর্শ জগতের জ্ঞান লাভ করে থাকে। আদর্শ জগতের জ্ঞান বা পরম জ্ঞান জানার মধ্যে দিয়ে মানুষ জানতে পারে জগতের মূল উৎস বা স্রষ্টাকে। এপ্রসঙ্গে তিনি মনে করেন মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সৎগুণকে জানা। আর সৎগুণের দ্বারা একজন মানুষ তাঁর জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে বা মঙ্গলের ধারণাকে জানতে পারে। মঙ্গলের ধারণাকে প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে মঙ্গল হল মঙ্গল স্বয়ং। যা কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। তাঁর মতে পরম মঙ্গল বা পরম মঙ্গলের ধারণা কোনো বিশেষ বস্তুর ন্যায় বা সৌন্দর্য নয়। বরং পরম ধারণা বা আকার হল জগতের সুন্দর ও সঙ্গতির প্রতীক এবং আকার হল স্বর্গীয় নিয়মের পরিচালক। তাঁর মতে মঙ্গলের ধারণা (The Idea of the Good) হল ন্যায় এবং সমগ্র বিশ্ব জগতের কল্যাণ তার ওপর নির্ভরশীল

> "The knowledge of the good, on which well-being depends, is now to include an understanding of the moral and physical order of the whole universe."[9]

তিনি এপ্রসঙ্গে মনে করেন মঙ্গলের ধারণা হল সমগ্র বিশ্বজগত তৈরির নিয়ামক এবং সমগ্র মানব বুদ্ধির নকশার রূপকারক। প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে মঙ্গলের ধারণাকে সূর্যের সাথে তুলনা করেন "The good is analogous to the Sun."[10] সূর্য (Sun) যেমন আমাদের সকল শক্তির উৎস এবং জাগতিক সমগ্র বিশ্বের

[8] MacDonald, *The Republic of Plato,* 206.

[9] MacDonald, *The Republic of Plato,* 207.

[10] MacDonald, *The Republic of Plato,* 207.

অস্তিত্বের মূল কারণ। ঠিক তেমনভাবে বলা যায় যে, মঙ্গলের ধারণা হল জাগতিক সমগ্র শক্তির উৎস এবং সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা।

মূল্যায়ন: আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা লক্ষ্য করি যে প্লেটোর সামান্যসত্তার স্বরূপ এবং বিভিন্ন উপমা যুক্তির দ্বারা সামান্যসত্তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর দর্শনে মূলত দুটি জগতের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে বিশ্বাসের জগত হল পরিবর্তনশীল এবং আদর্শ বা সামান্যের জগত হল অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন। তিনি মনে করেন পরিবর্তনশীল জগত হল সামান্যসত্তার প্রতিলিপি এবং বিশেষ বস্তুগুলি সামান্য জগতে অংশগ্রহণ করে থাকে। তাঁর মতে সামান্যের দুটি দিক যৌক্তিক এবং আধিবিদ্যক। যৌক্তিক দিক থেকে সামান্য হল বিশেষ বিশেষ বস্তু সমন্বয়ে গঠিত ধারণা। অন্যদিকে আধিবিদ্যক দিক থেকে সামান্য হল মঙ্গলের ধারণা। তাঁর মতে মঙ্গলের ধারণা দ্বারা সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিচালিত হয়ে থাকে। তিনি সামান্যের ধারণা প্রসঙ্গে গুহা এবং বিভক্তরেখা রূপকের মাধ্যমে বিশ্বাসের স্তর এবং আদর্শ জগতের ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং প্লেটো অতিবর্তী সামান্যসত্তা দ্বারা তাঁর দর্শনে, জাগতিক আকার ব্যাখ্যা করেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল যে, অতিবর্তী সামান্যসত্তা দ্বারা কী সামান্য ও বিশেষের সম্বন্ধের যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব? কারণ প্লেটোর অতিবর্তী সামান্যের দ্বারা সামান্য ও বিশেষের যে সম্বন্ধ তার ব্যাখ্যা অলীক বা রহস্যময় বলে মনে হয়। কেননা সামান্য যদি অতিবর্তী হয় তাহলে বিশেষ বস্তু কীভাবে তার প্রতিলিপি হয়। আবার যদি বিশেষ সামান্যের প্রতিলিপি হয় তাহলে সামান্য অপরিবর্তনীয় ও বিশেষ পরিবর্তনীয় তার ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত ভাবে যর্থাথ বলে মনে হয় কী? যেমন বাস্তবে আমরা সাধারণত লক্ষ্য করি যে, একটি পৃষ্টার আসল যেমন হয় তার নকল বা প্রতিলিপি একই হয়ে থাকে। কিন্তু প্লেটোর দর্শনে আমরা তা লক্ষ্য করি না অর্থাৎ প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের যুক্তিগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এপ্রসঙ্গে তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল বিশেষ মন্তব্য করেন। কেননা তাঁর মতে সামান্য হলো বিশেষ অন্তবর্তী। তিনি মনে করেন সামান্য কখনও বিশেষ অতিবর্তী হয়ে থাকতে পারে না, সামান্য ও বিশেষ হল একে অপরের অভ্যন্তরীণ। যেমন- 'মনুষ্যত্ব' ব্যক্তি মানুষের কখনও অতিবর্তী নয় বরং অন্তবর্তী। আর অন্তবর্তী বলে মানুষ এবং মনুষ্যত্বের যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায় যে কেবল অতিবর্তী সত্তা দ্বারা সামান্য ও বিশেষের সম্বন্ধ যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Copleston, F. *A History of Philosophy* [Vols. I, IV, V, & VII]. Continuum Publishers, London, 1946-1974.
2. Cornford, Francis Macdonald. *The Republic of Plato.* Oxford, At the Clarendon Press, 1966.
3. Mumford, Stephen. *Russell on Metaphysics.* Routledge, London and New York, 2003.
4. Russell, Bertrand. *History of Western Philosophy.* Routledge Classics, London and New York, Special Indian Edition, Reprint, 2016.
5. Stace, W.T. *A Critical History of Greek Philosophy.* MacMillan and St. Martine's Press Inc., 1967.
6. Tancred, Huge Lawson. *Aristotle: The Metaphysics.* London: Penguin Books, 2004.